প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
MOULANA MD. IMAD UDDIN CHOWDHURY FULTALI

প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা

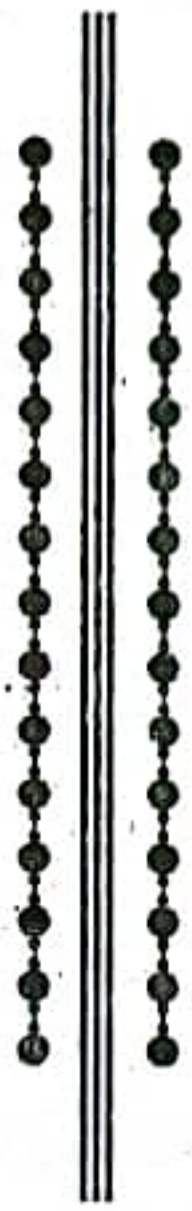

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

প্রকাশনায়ঃ
ফুলতলী পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট।

প্রকাশক :
ওসমান আহমদ চৌধুরী
ভাইস-প্রিন্সিপাল
SCHOOL OF EXCELLENCE, SYLHET

কপি রাইট রেজিঃ নং-২৪৬৯
স্বর্বসত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :
২৯ তম সংস্করণ
৫ মার্চ ২০১৯ ইং
২১ ফাল্গুন ১৪২৫ বাংলা
২৭ জমাদিউস সানি ১৪৪০ হিজরী

বিনিময় : ২০.০০ (বিশ টাকা মাত্র)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের

সাবেক প্রধান বিচারপতি –

জনাব সৈয়দ আবুল বশর মাহমুদ হোসেন

সাহেবের

বাণী

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী লিখিত "প্রাথীমক তাজবীদ শিক্ষা" পুস্তকখানার বহুল প্রচার কামনা করি এবং দোয়া করি। আল্লাহ পাকের সমীপে পুস্তকখানা যেন মকবুল হয়। আমিন।।

ভূমিকা

প্রতি বৎসর রমজানুল মোবারকে পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফ পিয়াসী আল্লাহর বান্দাগণ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জমায়েত হন।

যাহারা একাধারে ছয় বৎসর মদ্রাসে আসেন, তাহারা সমস্ত কোরআন শরীফ তাজবীদসহ মশ্‌ক শেষ করিতে পারেন।

আমার ওয়ালিদ মহতরম জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী) ছাহেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাহার দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম আমার দাদা ছাহেব মরহুম-এর নামানুসারে দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলী রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে প্রায় এক হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে কেরাত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা চালু আছে।

দারুল কেরাতের পাঁচটি জামাতে জনাব ওয়ালিদ ছাহেবের লিখিত কাওলুচ্ছাদীদ নামক তাজবীদের কিতাব খানা পড়ানো হয়। যাহারা প্রথমে আসিয়া জামাতে আউয়ালে ভর্তি হন, তাহাদের পক্ষে কাওলুচ্ছাদীদ-এর মত উচ্চ স্তরের কিতাব সহজে আয়ত্ব করা মুশকিল হইয়া পড়ে। তাই প্রথম জামাতের ছাত্রদেরকে কাওলুচ্ছাদীদ বুঝিতে সাহায্য করিতে পারে, এমন কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে 'প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা' পুস্তকে সহজ ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

মনে রাখিবেন-কেবলমাত্র তাজবীদের কিতাব পড়িয়া কারী হওয়া যায় না। কেরাত শিক্ষার জন্য সনদ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ কারী ছাহেবের কাছে মশ্‌ক করিতে হয়।

দয়াময়ের করুণা প্রার্থী
মোঃ ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

দোয়া

লেখকের ওয়ালিদ মুহতরম
জনাব ফুলতলী ছাহেব কিবলার দোয়া

আমার বড় ছেলে মোঃ ইমাদ উদ্দীন (ফুলতলী) দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে সাধারণের বোধগম্য তাজবীদের কয়েকটি কায়দা সংকলিত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপনি দোয়া করুন আমার এ নগন্য প্রচেষ্ঠা যেন আল্লাহর কাছে মকবুল হয়। তাই দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছি, দয়াময় আমার স্নেহের ছেলে তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কলম ধরেছে, তার কলমে তুমি শক্তি দাও, তার শ্রমকে তুমি গ্রহন কর।

মজলুমের পক্ষে, জালিমের বিপক্ষে,সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে,কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাঁটি উম্মত হিসাবে কলম নিয়ে বাচঁতে দাও।

عزت رہے یارو آشنا کے آگے
محجوب نہ ہو شاہ وگدا کے اگے
یہ پاؤں جب چلے تو راہ مولی میں چلے
یہ ھاتھ جب اٹھے تو خدا کے آگے

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তানবীন,, নুন ছাকিন ৯

ইযহার..... ৯

ইখফা.....১০

এদগাম.....১৩

এদগামে মালগুন্না ১৪

এদগামে বেলাগুন্না ১৫

একলাব ১৫

মীম ছাকিন.....১৬

এখফায়ে শফয়ী ১৬

এদগামে মিছলাইন ছগীর ১৬

ইযহারে শফয়ী.....১৭

মীম মুশাদ্দদ ও নুন মুশদ্দদ ১৭

গুন্নার পরিমাণ ১৭

মদ.....১৮

মদ্দে আ'ছলী.....১৯

মদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল.....১৯

মদ্দে লাযিম কলমী মুখাফফাফ..... ২০

মদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল ২০
মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ ২১
হরফী কলমীর মধ্যে পার্থক্য ২১
মদ্দে মুত্তাছিল ২১
মদ্দে মুনফাছিল ২২
মদ কতটুকু দীর্ঘ হইবে ২২
লাম্ পুর ও বারিক কোন্ সময় হয় ২৩
'রা' হরফকে যে অবস্থায পুর পড়িতে হয় ২৩
'রা' হরফকে যেখানে বারিক করিয়া পড়িতে হয় ২৪
মাখারিজ ২৫
মাখরাজ পরিচয় করার উপায় ২৬
দাঁতের নাম ২৮
আদরাছ ২৯
দ্বাওয়াহিক ২৯
তাওয়াহিন ৩০
নাওয়াজিয ৩০
৩২টি দাঁতের হিসাব ৩০
দাঁতের কবিতা ৩১
খাইশুমের অপব্যবহার ৩৪
কোরআন শরীফ শুরু করার নিয়ম ৩৪
ফছলে কুল ৩৪

ওয়াছ্‌লে কুল ৩৪
ওয়াছলুল আউয়াল বিচ্ছানি..... ৩৫
ওয়াছলুচ্ছানি বিচ্ছালিছ ৩৫
ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ..... ৩৫
ওয়াক্‌ফে তাম ৩৭
ওয়াক্‌ফে কাফী..... ৩৭
ওয়াক্‌ফে হাছান ৩৮
ওয়াক্‌ফে কাবীহ..... ৩৯
ওয়াক্‌ফের চিহ্ন ৪০
ছাকতা..... ৪১
ছাকতাহ্ আদায়ের পদ্ধতি ৪১
তা-এ মুরবুতাহ..... ৪২
কলকলাহ ৪৩
বিবিধ কায়দা ৪৪
এমালা..... ৪৪
এমালার অপব্যবহার..... ৪৪
সেজদার আয়াত সমূহের তালিকা ৪৫
হাফিজ ও ক্বারী ছাহাবায়ে কেরামের নাম ৪৫
জানা ভাল..... ৪৭

প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা

তানবীন تَنْوِيْن

দুই পেশ (ٌ) দুই যবর (ً) দুই যের (ٍ) কে তানবীন বলে।

নুনছাকিন

জযম ওয়ালা 'নুন'-কে নুন ছাকিন বলে।

ইযহার

ইযহার শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা। কোন হরফকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করাকে ইযহার বলে। ইযহারের হরফ ছয়টি। যথাঃ

ء - ه - ح - خ - ع - غ

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এই ছয়টি হরফ হইতে কোন একটি হরফ আসিলে নুন ছাকিন বা তানবীনকে ইযহার করিয়া পড়িতে হয়। অর্থাৎ-এই নুন ছাকিন বা তানবীনকে গুন্না না করিয়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইযহারে হাকিকী (اظهار حقيقى) বলে।

নুন ছাকীনের পর ইযহারের হরফ আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল পেশ করিতেছি ঃ-

مَـنْ اٰمَنَ - مِنْ هَادٍ - مِنْ حَدِيْدٍ - مِنْ خَيْرٍ - مِنْ عَقْلٍ - مِنْ غِلٍّ - اَنْعَمْتَ - يَنْهَوْنَ - اَلْمُنْخَنِقَةُ -

তানবীনের পর ইযহারের হরফ আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছালঃ-

عَـذَابٌ اَلِيْـمٌ - جُرُفٍ هَادٍ - عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ - سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

নোট ঃ ইযহারের ছয়টি হরফ হলক্ব বা কণ্ঠনালী হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া এই ছয়টি হরফকে হরফে হলক্বী বলা হয়।

নিম্নোক্ত ফারছি বয়াতটি মুখস্ত করিয়া রাখিলে এই ছয়টি হরফ সহজেই মনে থাকে।

حرف حلقی شش بود اے نور عین

ہمزہ ھا و حا و خا و عین و غین

এখফা

এখফা শব্দের অর্থ গোপন করা। কোন হরফকে গোপন বা পুশিদা করিয়া পড়াকে এখফা বলে। এখফার হরফ ১৫টি-

ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ك

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এই পনরটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ আসিলে নুন ছাকিন বা তানবীনকে এখফা করিয়া পড়িতে হয়।

অর্থাৎ এই নুন ছাকিন বা তানবীনকে তার সঠিক মাখরাজ হইতে উচ্চারণ না করিয়া ইযহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় খায়শুম বা নাকের বাঁশি হইতে উচ্চারণ করিতে হয়।

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এখফার হরফ আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল পেশ করিতেছেঃ-

১। নিম্নের মিছাল সমুহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ت আসিয়াছে।

مَنْ تَابَ ـ اَنْتُمْ ـ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ ـ

২। নিম্নের মিছাল সমুহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ث আসিয়াছে।

مِنْ ثَمَرَةٍ ـ مَنْثُوْرَةٌ ـ قَوْلًا ثَقِيْلًا ـ

৩। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ج আসিয়াছে।

مَنْ جَاءَ ـ نُنْجِىْ ـ قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ـ

৪। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর د আসিয়াছে।

مِنْ دَابَّةٍ ـ اَنْدَادًا ـ كَأْسًا دِهَاقًا ـ

৫। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ذ আসিয়াছে।

مَنْ ذَا الَّذِىْ ـ اَنْذَرْ تَهُمْ ـ ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثٍ ـ

৬। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ز আসিয়াছে।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ ـ اَنْزَلَ ـ نَفْسًا زَكِيَّةً ـ

৭। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর س আসিয়াছে।

مِنْ سَعَةٍ ـ اِنْسٌ ـ فَوْجٌ سَأَ لَهُمْ ـ

৮। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ش আসিয়াছে।

فَمَنْ شَاءَ ـ اَنْشَأَكُمْ ـ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ـ

৯। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ص আসিয়াছে।

مَنْ صَلَحَ ـ يَنْصُرُوْنَ ـ قَوْمًا صَالِحِيْنَ ـ

১০। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ض আসিয়াছে।

مِنْ ضَرِيْعٍ ـ مَنْضُوْدٌ ـ قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ـ

১১। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ط আসিয়াছে।

مِنْ طَيِّبَاتٍ ـ يَنْطِقُوْنَ ـ حَلَالًا طَيِّبًا ـ

১২। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ظ আসিয়াছে।

مَنْ ظَلَمَ ـ يَنْظُرُوْنَ ـ ظِلًّا ظَلِيْلًا ـ

১৩। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ف আসিয়াছে।

فَاِنْ فَعَلْتَ ـ يُنْفِقُوْنَ ـ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ـ

১৪। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ق আসিয়াছে।

مِنْ قَبْلُ - يَنْقَلِبُ - صَالِحًا قَالَ -

১৫। নিম্নের মিছাল সমূহে নুন ছাকিন ও তানবীনের পর ك আসিয়াছে।

مَنْ كَانَ - مِنْكُمْ - رِزْقٌ كَرِيْمٌ -

নোট ঃ এখ্‌ফার হরফ পরিচয় করার সহজ উপায়-

ইযহারের ছয় হরফ, এদগামের ছয় হরফ ও 'বা' (ب) অক্ষরকে বাদ দিলে যে পনরটি হরফ থাকে, সেই পনরটি হরফ এখফার। শুদ্ধভাবে এখফা আদায় করিতে হইলে অভিজ্ঞ ক্বারীর কাছে মশক করিতে হইবে।

মুশদ্দদ - (مشدّد)

তশদীদ ওয়ালা হরফকে হরফে মুশদ্দদ বলে। যেমন- -اِنَّ

এদগাম- (اِدْغَامْ)

একটি হরফকে জন্য একটি হরফের সাথে মিলাইয়া এমনভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, যাতে উভয় হরফ একটি মাত্র মুশদ্দদ হরফে পরিণত হইয়া যায়, ইহাকে এদগাম বলে। যে হরফকে এদগাম করা হয় তাহাকে মুদগাম مُدْغَمْ এবং যে হরফের মধ্যে এদগাম করা হয় তাকে মুদগাম ফিহী (مُدْغَمْ فِيْهِ) বলে।

এদগামের হরফ ছয়টি ঃ

ى-ر-م-ل-و-ن

ছয়টি হরফকে জমা করিলে يَرْمَلُوْنَ হয়।

এদগাম দুই প্রকার যথা (১) এদগাম মা'লগুন্না (২) এদগাম বেলাগুন্না।

এদগামে মা'লগুন্না -(اِدْغَامْ مَعَ الْغُنَّه)

উপরে বর্ণিত এদগামের ছয়টি হরফের মধ্য হইতে চারটি হরফ এদগামে মা'লগুন্নার। চারটি হরফ এই-

ى-ن-م-و

এই চারটি হরফ জমা করিলে يَنْمُوْ হয়।

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এই চারটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ আসিলে নুন ছাকিন বা তানবীনকে গুন্নার সহিত তাহার পরের হরফের সাথে মিলাইয়া পড়াকে এদগামে মা'লগুন্না (اِدْ غَامْ مَعَ الْغُنَّه) বলে।

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এদগাম মা'লগুন্নার হরফ আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল পেশ করিতেছি ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ - خَيْرٌ وَّاَبْقٰى - حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

নোট ঃ নুন ছাকিন ও এদগামে মা'লগুন্নার হরফ যদি এক শব্দের মধ্যে হয়, তবে এদগাম হইবে না। কোরআন শরীফে এই ধরণের মাত্র চারটি শব্দ আছে। শব্দগুলি এই।

دُنْيَا - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - صِنْوَانٌ

বর্ণিত মিছালে নুন ছাকিনের পর এদগামে মা'লগুন্নার হরফ আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এক শব্দে আসায় এদগাম হয় নাই। ইহাকে اِظْهَارِ مُطْلَقْ বলে।

এদগামে বেলাগুন্না (ادغام بلا غنة)

এদগামে বেলাগুন্নার হরফ দুইটি। ر - ل

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এই দুইটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ আসিলে গুন্না না করিয়া তাহারপরের হরফের সাথে মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে এদগামে বেলাগুন্না اِدْغَامِ بِلَا غُنَّه বলে।

নুন ছাকিন বা তানবীনের পর এদগামে বেলাগুন্না হরফ আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছালঃ

مِنْ رَّبِّكُمْ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - مِنْ لَّدُنْ

একলাব (اِقْلَابْ)

একলাব অর্থ পরিবর্তন করা। নুন ছাকিন বা তানবীনের পর ب হরফ আসিলে নুন ছাকিন ও তানবীনকে "মীম" বানাইয়া গুন্নার সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে একলাব বলে এবং এই ب হরফকে বায়ে ক্বলব বলে। নুন ছাকিন বা তানবীনের পর একলাবের হরফ "বা" আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল ঃ

مِنْ بَعْدِ - يُنْبِتُ - عَلِيْمٌ بِمَا-

মীম ছাকিন (مِيْم سَاكِنْ)

জযম ওয়ালা মীমকে মীম ছাকিন বলে। মীম ছাকিনের তিন অবস্থা ঃ

১। এখফায়ে শফয়ী - اِخْفَاءِ شَفَوِىْ

২। এদগামে মিছলাইন ছগীর - اِدْغَامِ مِثْلَيْنِ صَغِيْر

৩। ইযহারে শফয়ী - اِظْهَارِ شَفَوِىْ

এখফায়ে শফয়ী

মীম ছাকিনের পর ب হরফ আসিলে এই মীম ছাকিনকে গুন্নার সহিত এখফা করিয়া পড়িতে হয়। এই এখফাকে 'এখফায়ে শফয়ী' বলে।

মিছাল ঃ - وَمَا هُمْ بِمُؤْ مِنِيْنَ

এদগামে মিছলাইন ছগীর اِدْغَامِ مِثْلَيْنِ صَغِيْر

মীম ছাকিনের পর মীম আসিলে মীম ছাকিনকে তাহার পরের মীমের সাথে মিলাইয়া গুন্নার সহিত পড়িতে হয়। এই এদগামকে এদগামে মিছলাইন ছগীর (اِدْغَامِ مِثْلَيْنِ صَغِيْر) বলে।

মিছাল ঃ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

ইযহারে শফয়ী اِظْهَارِ شَفَوِىْ

মীম ছাকিনের পর ب ও م হরফ ব্যতিত অন্য যে কোন হরফ আসিলে মীম ছাকিনকে স্পষ্ট করিয়া বিনা গুন্নায় পড়িতে হয়, ইহাকে ইযহারে শফয়ী বলে।

মিছাল ঃ

اَلَمْ تَرَ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ اَمْ اٰتَيْنَا ـ تَمْتَرُوْنَ ـ اَمْ جَعَلُوْا ـ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

মীম মুশদ্দ ও নুন মশদ্দদ

তাশদীদ ওয়ালা 'নুন' ও তাশদীদ ওয়ালা 'মীম' হরফকে গুন্না করিয়া পড়িতে হয়। মীম মুশদ্দদ ও নুন মুশদ্দদকে কারীদের মতে ও গুন্না করিয়া পড়া ওয়াজিব। এই গুন্নাকে ওয়াজিব গুন্না বলে।

নুন মুশদ্দদের মিছাল ঃ جَنّٰتٍ ـ خَنَّاسٍ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ

মীম মুশদ্দদের মিছাল ঃ ثُمَّ ـ عَمَّ ـ مِمَّ

গুন্নার পরিমাণ

গুন্নাকে এক আলিফ বা দুই হরকত লম্বা করিয়া পড়িতে হয়।

হরকত ঃ হাতের একটি অঙ্গুলী বন্ধ থাকিলে মধ্যম গতিতে সোজা করিতে বা সোজা থাকিলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক হরকত বলে।

দুই হরকতে এক আলিফ হয়।

মদ

"মদ" শব্দের অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ করা। মদের হরফের সহিত আওয়াজ দীর্ঘ করাকে "মদ" বলে।

মদের হরফ ৩টি-

১। و (ওয়াও) যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফের উপর পেশ থাকে, তবে এই ওয়াওকে মদের হরফ বলে।

২। ا (আলিফ) যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফে যবর থাকে তবে, এই আলিফকে মদের হরফ বলে।

৩। ى (ইয়া) যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফে যের থাকে তবে, এই - 'ইয়া'-কে মদের হরফ বলে।

নিম্নের মিছালে মদের ৩টি হরফ আসিয়াছে।

মিছাল ঃ نُوْ حِيْهَا

এই মিছালে و হরফের আগের হরফ নুনের উপর পেশ আসিয়াছে, ى হরফের আগের হরফের নীচে যের আছে এবং আলিফের আগের হরফ ه এর উপর যবর রহিয়াছে। কাজেই মিছালে বর্ণিত ا-و-ى মদের হরফ। খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশকে মদের মরফের মত মনে করিতে হইবে।

মদ প্রধানত দুই প্রকার ঃ (১) মদ্দে আছলী (২) মদ্দে ফরয়ী

মদ্দে লাযিম ৪প্রকার ঃ

১। মদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল - مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُثَقَّلْ

২। মদ্দে লাযিম কলমী মুখাফফাফ - مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُخَفَّفْ

৩। মদ্দে লাযিম্ হরফী মুছক্কাল - مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُثَقَّلْ

৪। মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ - مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُخَفَّفْ

মদ্দে আছলী

মদের হরফের পর হামযা এবং ছাকিনা না থাকিলে এই মদকে মদ্দে আছলী বলে।

মিছাল ঃ نُوْ حِيْهَا

বর্ণিত و (ওয়াও) الف (আলিফ) ও ى (ইয়া) হরফে মদ্দে আছলী হইয়াছে। মদ্দে আছলীকে মদ্দে কছর, মদ্দে তবয়ীও বলা হয়।

মদ্দে লাযিম কলমী মুছাক্কাল مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُثَقَّلْ

মদের হরফের পর মুশদ্দদ হরফ আসিলে مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُثَقَّلْ হয়।

যেমন ঃ حَآجَّكَ - وَلَا الضَّآلِّيْنَ - تَأْمُرُوْنِّىْ - دَابَّةٌ

ইত্যাদি। (পাঠকের সুবিধার্থে دَابَّة মিছালটি বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিতেছি।)

د দাল হরফের পর মদের হরফ আলিফ আসিয়াছে এবং আলিফের পর 'বা' ب হরফ মুশদ্দদ হইয়াছে, কাজেই এখানে كلمى مثقل হইবে।

(অন্যান্য মিছালগুলি এইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।)

মদ্দে লাযিম কলমী মুখাফফাফ مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُخَفَّفْ

মদের হরফের পর ছাকিন হরফ আসিলে مَدِّلَازِمْ كَلْمِىْ مُخَفَّفْ হয়।

যেমন ঃ اَلْئٰنَ

মদ্দে লাযিম হরফী মুছক্কাল مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُثَقَّلْ

আমি পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, কোরআন শরীফের ২৯টি সূরার শুরুতে কয়েকটি হরফ আসিয়াছে। যেমন ঃ

طٰسٓمٓ - الٓمٓ - يٰسٓ

হরফী মুছাক্কাল ও মুখাফফাফ এই সব হরফের মধ্যে আসে। যদি মদের হরফের পর এদগাম হয় তবে এই মদকে مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُثَقَّلْ বলে। যেমন الٓمٓ এর لام পড়িতে কিভাবে م এর মধ্যে مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُثَقَّلْ হইল তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিতেছি।

الٓمٓ এর মধ্যে ৩টি হরফ আসিয়াছে। এই ৩টি হরফ একটি শব্দ বানাইয়া "আলাম" পড়িলে চলিবে না বরং ৩টি হরফকে পৃথক পৃথক পড়িতে হইবে।

এখানে ৩টি হরফ আসিয়াছে।

১। الف আলিফ ২। لَامْ লাম ৩। مِيْمْ মীম। এখন اَلِفْ - لَامْ - مِيْمْ কে এক সারিতে লিখিলে নিম্নরূপ হইবে-

الف لام ميم

এখন দেখিতে হইবে মদের হরফের পর এদগাম ادغام হইল কিনা। যদি মদের হরফের পর এদগাম থাকে তবে কায়দামত مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُثَقَّلْ হইবে। দেখা যাইতেছে যে, الف ــ لام ــ ميم এর মধ্যে মদের হরফের পর ادغام مثلين صغير হইয়াছে। কেননা মীম ছাকিনের পর মীম আসিয়াছে। কাজেই এখানে حرفى مثقل হইবে।

মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُخَفَّفْ

এই ধরণের হরফগুলির শেষ হরফটিতে যদি মদের হরফের পর ছাকিন হয়, তবে مَدِّلَازِمْ حَرْفِىْ مُخَفَّف বলা হয়। যেমন الٓمٓ এর শেষ মীম এবং يٰسٓ এর সীনের মধ্যে। কেননা الف لام ميم এর মধ্যে মদের হরফ ى ইয়া এর পর মীম ছাকিন আসিয়াছে।

হরফী ও কলমীর মধ্যে পার্থক্য

কোরআন শরীফে ২৯টি সূরার শুরুতে কয়েকটি হরফ আসিয়াছে। যেমন ঃ الٓمٓ - يٰسٓ ইত্যাদি। حَرْفِىْ مُثَقَّلْ (হরফী মুছাক্কাল) ও حَرْفِىْ مُخَفَّفْ (হরফী মুখাফাফ) এই সব হরফের মধ্যে হয় এবং كلمى مثقل (কলমী মুছাক্কাল) ও كلمى مخفف (কলমী মুখাফাফ) কোরআন শরীফের অন্যান্য শব্দের মধ্যে হয়।

মদ্দে মুত্তাছিল مَدِّ مُتَّصِلْ

মুত্তাছিল শব্দের অর্থ মিলিত। যদি মদের ৩টি হরফের মধ্য হইতে কোন একটি হরফের পর ء 'হামযা' আসে এবং হামযা ও মদের হরফ একই শব্দের মধ্যে হয়, তবে এই মদকে মদ্দে মুত্তাছিল বলে।

মিছাল ঃ سَوَآءٌ ـ اُولٰٓئِكَ ـ يَشَآءُ ـ سِيْٓئَتْ

মদ্দে মুনফাছিল مَدِّ مُنْفَصِلْ

মুনফাছিল শব্দের অর্থ আলাদা। যদি মদের ৩টি হরফের মধ্য হইতে কোন একটি হরফের পর ء আসে এবং ء মদের হরফের পর একই শব্দে না আসিয়া অন্য শব্দের শুরুতে আসে, তবে এই মদকে মদ্দে মুনফাছিল বলে।

فِىٓ اَنْفُسِهِمْ ـ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ

মদ কতটুকু দীর্ঘ হইবে

এখন কোন মদ কতটুকু লম্বা করিতে হইবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

মদের দীর্ঘতা নির্ণয়ের জন্য ৩টি পরিমাণ ঠিক করা হইয়াছে।

১। قصر (কছর) ২। توسط (তাওয়াচ্ছুত) ৩। تول (তুল)।

১। কছরের পরিমাণ - এক আলিফ।

২। তাওয়াচ্ছুতের পরিমাণ - দুই আলিফ।

৩। তুল এর পরিমাণ - তিন আলিফ।

মদ্দে কছরে قصر হয়। মদ্দে লাযিমের ৪প্রকারে طول হয়। মুত্তাছিল ও মুনফাছিলের দীর্ঘতা সম্পর্কে القول السديد কিতাবে দেখিবেন।

"লাম" পুর ও বারিক কোন সময় হয়

اَللّٰهْ শব্দের আগের হরফের উপর পেশ অথবা যবর থাকিলে اَللّٰهْ শব্দের লামকে পুর পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ـ عَبْدُ اللّٰهِ ـ تَااللّٰهِ

اَللّٰهُ শব্দের আগের হরফের উপর যবর কিংবা পেশ না থাকিলে اللّٰهِ শব্দের লামকে বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ بِسْمِ اللّٰهِ ـ لِلّٰهِ ـ بِذِكْرِ اللّٰهِ

ر "রা" হরফকে যে অবস্থায় পুর পড়িতে হয়

নিম্নলিখিত অবস্থায় ر হরফকে পুর পড়িতে হয়।

১। ر হরফের উপর যবর কিংবা পেশ থাকিলে ঐ 'রা' কে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ رَزَقْنَا ـ رُزِقُوْا

২। ر যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফের উপর যবর কিংবা পেশ থাকে, তবে ঐ 'রা' কে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ قَرْيَةٌ ـ قُرْبَانٌ

৩। ر যদি ওয়াকফের কারণে ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফের উপর পেশ কিংবা যবর থাকে, তবে ঐ "রা" কে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ جَاءَ هُمُ النُّذُرُ ـ لِلْبَشَرِ

৪। ر যদি ওয়াকফের কারণে ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফও ছাকিন হয়, তবে এই ছাকিন হরফের আগের হরফের উপর পেশ অথবা যবর থাকিলে "রা" হরফকে পুর করিয়া করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ اَلْعَصْرُ - خُضْرٍ

৫। তশদীদ ওয়ালা ر হরফের উপর পেশ অথবা যবর থাকিলে "রা" হরফকে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ اَلرَّحْمٰنُ - فَرَّ - فَفِرُّوْا

৬। ر ছাকিনের আগের হরফে যদি যের থাকে এবং 'রা' ছাকিন পরেই ইছতে'লার কোন হরফ থাকে এবং ইছতে'লার হরফে যের না থাকে, তবে এই "রা" হরফকে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ فِرْقَةٌ - مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ

নোট ঃ ইছতে'লার হরফ ৭টি ঃ

خ - ص - ض - غ - ط - ق - ظ

৭টি হরফকে জমা করিলে - خُصَّ - ضَغَطٍ - قِظْ হয়।

ر হরফকে যেখানে বারিক করিয়া পড়িতে হয়

১। ر হরফের নীচে যের থাকিলে বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ رِزْقٌ - رِجَالٌ - رِزْقًا

২। ر যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফের নীচে যের থাকে, তবে 'রা' কে বারিক পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ فِرْعَوْنَ

৩। ر যদি ওয়াকফের কারণে ছাকিন হয় এবং তাহার আগে ى ছাকিন আসে তবে "রা" কে বারিক পড়িতে হয়। ى ছাকিনের আগের হরফের যবর থাকিলেও বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ خَيْرٌ - قَدِيْرٌ

নোট ঃ ر পুর বারিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে কাওলুচ্ছাদীদ ও অন্যান্য উচ্চস্তরের কিতাব পড়িতে হইবে।

মাখারিজ- مَخَارِجْ

মাখারিজ শব্দটি মাখরাজ শব্দের বহুবচন। মাখরাজ শব্দের অর্থ বাহির হইবার জায়গা। আরবী হরফগুলি যে যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, সেইগুলিকে মাখরাজ বলে।

আরবী হরফ ২৯টি। এই ২৯টি হরফ ১৭টি মাখরাজ হইতে উচ্চারিত হয়। ১৭টি মাখরাজকে ৫টি মাকামে ভাগ করা হইয়াছে।

৫টি মাকামের নাম এই ঃ

১। জওফ (মুখের ভিতরের খালি জায়গা) - جَوْف

২। হলক্ব (কণ্ঠনালী, গলা) - حَلْق

৩। লেছান (জিহ্বা) - لِسَانْ

৪। শাফাতান (দুই ঠোঁট) - شَفَتَانْ

৫। খাইশুম (নাকের বাঁশি) - خَيْشُوْم

প্রত্যেক মাকামে কতটি মাখরাজ রহিয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মাকামের নাম	মাখরাজের সংখ্যা
১। জওফ (মুখের ভিতরের খালি জায়গা)	১টি
২। হলক্ব (কণ্ঠনালী, গলা)	৩টি
৩। লেছান (জিহ্বা)	১০টি
৪। শাফাতান (দুই ঠোঁট)	২টি
৫। খাইশুম (নাকের বাঁশি)	১টি
৫টি মাকামে	১৭টি

মাখরাজ ও মাকামের উদাহরণ ঃ

মনে করেন বাড়ীতে ৫টি ঘর আছে। ৫টি ঘরে সর্বমোট ১৭টি কামরা রহিয়াছে। এই ১৭টি কামরায় সর্বমোট ২৯জন লোক বাস করেন।

এখন ২৯টি হরফকে ২৯জন লোকের সাথে, ১৭টি কামরাকে ১৭টি মাখরাজের সাথে এবং ৫টি ঘরকে ৫টি মাকামের সাথে তুলনা করিলে বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারিবেন।

মাখরাজ পরিচয় করার উপায়

মাখরাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে হরফের মাখরাজ পরিচয় করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

কোন হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান পরিচয় করিতে হইলে সেই হরফকে জযম অথবা তাশদীদ দিয়া তার আগে একটি যবর ওয়ালা হামযা আনিয়া উচ্চারণ করিলে যেই জায়গার সাহায্যে আওয়াজ বাহির হইবে, সেই জায়গাকে এই হরফের মাখরাজ মনে করিতে হইবে।

যেমন ঃ اَبْ ـ اَبَّ ـ اَتْ ـ اَتَّ

এখন ১৭টি মাখরাজ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করিতেছি ঃ

১। জওফ, অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এই মাখরাজ হইতে মদের ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়।

মদের ৩টি হরফ এই ঃ و (ওয়াও) যদি ছাকিন হয় এবং উহার আগের হরফের উপর পেশ থাকে। الف (আলিফ) যদি ছাকিন হয় এবং উহার আগের হরফের উপর যবর থাকে। ى (ইয়া) যদি ছাকিন হয় এবং উহার আগের হরফের নীচে যের থাকে, তবে এই و ـا ـى মদের হরফ হইবে এবং জওফ উহাদের মাখরাজ হইবে।

মিছাল ঃ نُوْحِيْهَا

২। আকছায়ে হলক্ব অর্থাৎ গলার শেষ সীমা যাহা ছিনার সহিত মিলিত আছে। এই মাখরাজ হইতে ه — ء এই দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন - اَءْ ـ اَهْ

৩। ওছতে হলক্ব অর্থাৎ গলার মধ্যস্থল। এই মাখরাজ হইতে ح ع-এই দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَحْ ـ اَعْ

৪। আদনায়ে হলক্ব অর্থাৎ গলার উপরের অংশ যাহা মুখের দিকে অবস্থিত। এই মাখরাজ হইতে غ — خ এই দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَغْ ـ اَخْ

নোট ঃ হলক্ব মাকামের অন্তর্ভূক্ত ৬টি হরফ হলক্ব বা গলার বিভিন্ন অংশ হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া এইগুলিকে হরফে হলক্বি বলা হয়। নিম্নোক্ত ফার্সি বয়াতটি মুখস্থ করিয়া রাখিলে এই ৬টি হরফ সহজে মনে থাকে।

حرف حلقی شش بود اے نور عین

ہمزہ ھاو حاو خاو عین وغین

৫। আকছায়ে লেছান বা জিহ্বা মুল (ছোট জিহ্বা) ও তাহার সোজা উপরের তালুর অংশ। এই মাখরাজ হইতে ق 'কাফ' উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَقْ

৬। জিহ্বা মূলের নিকটবর্তী স্থান ও উহার উপরের তালু। এই মাখরাজটি ك হরফের মাখরাজের সামান্য নিম্নে একটু মুখের দিকে সরিয়া। এই মাখরাজ হইতে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَكْ

৭। ওছতে লেছান, অর্থাৎ জিহ্বার মধ্যস্থল ও উহার সোজা উপরে তালু। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ج —— ش ও ى গায়র মাদ্দাহ।

যেমন ঃ اَجْ - اَشْ - اَیْ

নিম্নে যে সমস্ত মাখরাজ বিবৃত হইবে সেগুলি দাঁতের সঙ্গে সংস্রব রাখে, তাই এই মাখরাজগুলির বর্ণনা করিবার সময় দাঁতের আরবী নামও বলিতে হয়। এই জন্য দাঁতগুলির পরিচয় দিতেছি।

দাঁতের নাম

পূর্ণ বয়স্ক লোকের ৩২টি দাঁত থাকে। জিহ্বার অগ্রভাগের সামনের উপরের দুই দাঁতকে ছানায়ে উলয়া (ثَنَاءِ عُلْيَا) এবং নীচের দুইটি দাঁতকে ছানায়ে ছুফলা (ثَنَاءِ سُفْلٰى) বলে।

ছানায়ে উলয়া নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং ছানায়ে ছুফলা নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বে দুইটি, এই চারটি দাঁতকে রোবাইয়াত (رُبَاعِيَاتْ) বলে।

উপরের রোবা'ইয়া নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বে ২টি এবং নীচের রোবাইয়া নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বে দুইটি, এই চারি দাঁতকে আনয়াব (انياب) বলে।

ছানায়ে উলয়া দুইটি, ছানায়ে ছুফলা দুইটি, রোবাইয়াত চারটি আনয়াব চারটি। এই ১২টি দাঁত ছাড়া বাকী ২০টি দাঁতকে আদরাছ বলে। বাংলা ভাষায় আদরাছকে চর্বন দন্ত বলা হয়। সিলেটের লোক এই ২০টি দাঁতকে ঘাইল দাঁত বলিয়া থাকেন।

আদরাছ

আদরাছ নামক ২০টি দাঁতকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। দ্বাওয়াহিক - ضَوَاحِكْ

২। তাওয়াহিন - طَوَاحِنْ

৩। নাওয়াজিয - نَوَاجِذْ

দ্বাওয়াহিক - ضَوَاحِكْ

উপরের আনয়াব নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বে দুইটি এবং নীচের আনয়াব নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বের দুইটি, এই চারটি দাঁতকে দ্বাওয়াহিক বলে।

তাওয়াহিন - طَوَاحِنْ

উপরের দ্বাওয়াহিক নামক দুই দাঁতের দুই পার্শ্বের ৩×২=৬টি এবং নীচের দ্বাওয়াহিকের দুই পার্শ্বে ৩×২=৬টি, এই বারটি দাঁতকে طَوَاحِنْ তাওয়াহিন বলে।

নাওয়াজিয - نَوَاجِذْ

তাওয়াহিনের চারি পার্শ্বের দন্ত পাটির শেষ সীমানায় অবস্থিত চারিটি দাঁতকে نواجذ নাওয়াজিয বলে। নাওয়াজিযের পর আর কোন দাঁত নাই।

উপরের বর্ণনা মতে বুঝা গেল যে, দ্বাওয়াহিক, তাওয়াহিন ও নাওয়াজিয এই তিন শ্রেণীর দাঁতের সমষ্টিকে আদরাছ বলে।

উপরের আদরাছ দন্তপাটিকে আদরাছে উলয়া (اَضْرَاسِ عُلْيَا) এবং নীচের পাটির আদরাছ-কে আদরাছে ছুফলা (اَضْرَاسِ سُفْلى) বলে।

৩২টি দাঁতের হিসাব

ক্রমিক	নাম	সংখ্যা
১।	ছানায়া	৪
২।	রুবাইয়া	৪
৩।	আনয়াব	৪
৪।	দ্বাওয়াহিক	৪
৫।	তাওয়াহিন	১২
৬।	নাওয়াজিয	৪
মোট		৩২টি

দাঁতের কবিতা

"চারিটি ছানায়ার চারপাশে আছে রুবাইয়া চারিটি
রুবাইয়া দাঁতের চারপাশে হল আনয়াব চারিটি
আনয়াব দাঁতের চারপাশে দেখি পাঁচ দাঁতের প্রতি সারি,
চারপাশে মোট ২০টি রইল আদরাছ নামধারী।
আদরাছে মোরা দেখিবারে পাই তিন ধরণের দন্ত,
দ্বাওয়াহিক পরে তাওয়াহিন আসে নাওয়াজিয যেথা সীমান্ত
আনয়াব পরে চারিটি দাঁতকে দ্বাওয়াহিক বলা হয়,
দ্বাওয়াহিক পরে তিন চারে বার তাওয়াহিন নাম হয়।
তাওয়াহিন পরে শেষ সীমানায় নাওয়াজিয চারি দাঁত,
নাওয়াজিয পরে আর দাঁত নেই শেষ হলো সব দাঁত।

দাঁতের কবিতা

ہے تعداد دانتوں کی کل تیس اور دو
ثنایا ہیں چار اور رباعی ہیں دو دو
ہیں انیاب چار اور باقی رہے بیس
کہ کہتے ہیں قرّاء اضراس انہیں کو
ضواحک ہیں چار اور طواحن ہیں بارہ
نواجذ بھی ہیں انکی بازو میں دو دو

উপরে. ৭টি মাখরাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন অবশিষ্ট মাখরাজ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

৮। জিহ্বার ডান অথবা বাম কিনারা এবং আদরাছে উলয়া অর্থাৎ উপরের চর্বনদন্ত পাটির মুল। এই মাখরাজ হইতে একটি হরফ উচ্চারিত হয় ض (দ্বওয়াদ)। বাম কিনারা হইতে এই হরফটি উচ্চারণ করা সহজ। এই হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ মোটেই বাঁকা হয়না। যেমন ঃ اَضْ

৯। জিহ্বার আগের অংশের কিনারা এবং উপরের রুবাইয়া আনয়াব ও দ্বাওয়াহিক নামক দাঁতের মাড়ি এবং উপরের তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে ل (লাম) উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَلْ

১০। এই মাখরাজ ও লামের মাখরাজের মত। তবে লামের মাখরাজের মত এত প্রশস্ত নহে। অর্থাৎ দ্বাওয়াহিক নামক দাঁতগুলি এই মাখরাজের অন্তর্ভূক্ত নহে। এই মাখরাজ হইতে নূন (ن) উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَنْ

১১। জিহ্বার আগের অংশের পিঠ ও উপরের ছানায়া উলয়া নামক দুইটি দাঁতের মাড়ি। এই মাখরাজ হইতে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। ر যেমন ঃ اَرْ

১২। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়ে উলয়া নামক উপরের দুই দাঁতের মুল এবং তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ط ـ د ـ ت যেমন ঃ اَطْ ـ اَدْ ـ اَتْ

১৩। জিহ্বার মাথা এবং ছানায়ে ছুফলা ও উলয়ার দরমিয়ান। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ز ـ س ـ ص যেমন ঃ
اَزْ ـ اَسْ ـ اَصْ

১৪। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়ে উলয়া নামক দুই দাঁতের অগ্রভাগ। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ث ـ ظ ـ ذ যেমন ঃ
اَثْ ـ اَظْ ـ اَذ

১৫। নীচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ এবং ছানায়ে উলয়া নামক দুই দাঁতের অগ্রভাগ। এই মাখরাজ হইতে ف উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ
اَفْ

১৬। শাফাতান অর্থাৎ দুই ঠোঁট। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

و ওয়াও (যদি মদের হরফ না হয়), ب ـ م (বা ও মীম)। তন্মধ্যে ب ـــ م উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোঁট একত্রিত হয়। কিন্তু ওয়াও উচ্চারণ করার; সময় দুই ঠোঁট সম্পূর্ণ একত্রিত হয় না। ফুক দিবার সময় যেমন সামান্য ফাঁক থাকে, ওয়াও উচ্চারণ করার সময় ও তদ্রুপ ফাঁক থাকে।

ب 'বা' হরফ ঠোঁটের ভিতরের দিকের ভিজা অংশ হইতে বাহির হয়। আর মীম কিছু বাহিরের শুকনা জায়গা হইতে বাহির হয়। এই জন্য বা হরফকে বাহরী এবং হরফকে বাররী বলা হয়।

১৭। খাইশুম বা নাকের বাঁশী। এই মাখরাজ হইতে গুন্না বাহির হয়। নুন ছাকিন বা তানবীন, এদগাম মা'লগুন্নাও এখফার হালতে এই মাখরাজ হইতে উচ্চারিত হয়।

খাইশুমের অপব্যবহার

খাইশুম অর্থ নাকের বাঁশি। অনেকে আবার সব হরফকে খাইশুম হইতে বাহির করাকে এক ধরণের কারীয়ানা মনে করিয়া থাকেন। যদি তাই হয়, তবে তাজবীদের কিতাব সমূহে ১৭টি মাখরাজ বর্ণনা করার কি প্রয়োজন ছিল?

কোরআন শরীফ শুরু করার নিয়ম

কোরআন শরীফ পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে আউজুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়িতে হয়। আউজুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ চারি প্রকারের পড়া যায়।

১। ফছলে কুল - فَصْلِ كُلْ

২। ওয়াছলেকুল - وَصْلِ كُلْ

৩। ওয়াছলুল আউয়াল বিছ্ছানি - وَصْلُ الْاَوَّلِ بِالثَّانِىْ

৪। ওয়াছলুছ্ছানি বিছ্ছালিছ - وَصْلُ الثَّانِىْ بِالثَّالِثِ

ফছলে কুল - فَصْلِ كُلْ

আউজুবিল্লাহ্ পড়িয়া ওয়াকফ করা, অতঃপর বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া ওয়াকফ করা এবং তাহারপর সূরা পড়িতে আরম্ভ করা।

ওয়াছলেকুল - وَصْلِ كُلْ

তিনটি একসাথে মিলাইয়া পাড়া।

ওয়াছলুল আউয়াল বিচ্ছানি- وَصْلُ الْاَوَّلِ بِالثَّانِىْ

আউজুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ মিলাইয়া পড়িয়া ওয়াকফ করা এবং পরে সূরা আরম্ভ করা।

ওয়াছলুচ্ছানি বিচ্ছালিছ - وَصْلُ الثَّانِىْ بِالثَّالِثِ

আউজুবিল্লাহ পৃথকভাবে পড়িয়া বিছমিল্লাহকে সূরার সাথে মিলাইয়া পড়া।

ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফ শব্দের আভিধানিক অর্থ থামিয়া যাওয়া। ক্বারীগণের পরিভাষায় কোরআন শরীফ পড়ার সময় কোন জায়গায় আদত মত একবার শ্বাস গ্রহণের সময় পরিমাণ পড়া বন্ধ করিয়া থামিয়া যাওয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে।

ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ

ওয়াক্‌ফ ৩ভাগে বিভক্ত

১। ওয়াক্‌ফে ইখতেবারী- وَقْفِ اِخْتِبَارِىْ

২। ওয়াক্‌ফে ইদতেরারী- وَقْفِ اِضْطِرَارِىْ

৩। ওয়াক্‌ফে ইখতেয়ারী- وَقْفِ اِخْتِيَارِىْ

১। ওয়াক্‌ফে ইখতেবারী- وَقْفِ اِخْتِبَـــــارِىْ ঃ শাগরিদকে ওয়াক্‌ফের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওস্তাদ এই ওয়াক্‌ফ করিয়া থাকেন। আবার ওস্তাদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে শাগরিদ এই ওয়াক্‌ফ করিয়া থাকেন।

২। ওয়াক্‌ফে ইদতেরারী- وَقْفِ اِضْـطِـرَارِىْ ঃ নিম্নলিখিত কারণে কোরআন শরীফ পাঠকারী এই ওয়াক্‌ফ করিতে বাধ্য হন।

(ক) ভুল বশতঃ কিছু ছাড়িয়া দিলে।

(খ) পড়িতে পড়িতে শ্বাস রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে।

(গ) হাঁচি, হাই, হিক্কা ইত্যাদি কারণে।

এই সব কারণে যে কোন স্থানে ওয়াক্‌ফ করা যায়।

যে শব্দে ওয়াক্‌ফ হইয়াছে, সেই শব্দ হইতে পুনরায় পড়া আরম্ভ করিলে যদি অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য না হয়, তবে সেই শব্দ হইতেই আরম্ভ করা যায়। না হয় প্রয়োজন মত পিছনের শব্দ যোগ করিয়া পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিতে হয়।

৩। ওয়াক্‌ফে ইখতেয়ারী- وَقْفِ اِخْتِيَـــارِىْ ঃ কোন কারণ ব্যতিত নিজের ইচ্ছায় যে ওয়াক্‌ফ করা হয় তাহাকে وَقْفِ اِخْتِيَارِىْ বলে।

ওয়াক্‌ফে ইখতেয়ারী ৪ প্রকার

১। ওয়াক্‌ফে তাম- وَقْفِ تَامْ

২। ওয়াক্‌ফে কাফী- وَقْفِ كَافِىْ

৩। ওয়াক্‌ফে হাছান- وَقْفِ حَسَنْ

৪। ওয়াক্‌ফে কাবীহ- وَقْفِ قَبِيْح

ওয়াকফে তাম- وَقْفِ تَامْ

এমন একটি শব্দ শেষে ওয়াকফ করা, যাহার সাথে পরবর্তী শব্দের অর্থগত বা শব্দগত কোন সম্পর্ক নাই। ইহাকে ওয়াকফে তাম বলে।

যেমন ঃ اُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ পড়িয়া ওয়াকফ করা। এখানে اَلْمُفْلِحُوْنَ বাক্য বা কালামের শেষে আসিয়াছে, পরবর্তী শব্দ اِنَّ الَّذِيْنَ শব্দের সাথে ইহার শব্দগত বা অর্থগত কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই এখানে ওয়াকফে তাম হইবে। এই ধরণের ওয়াকফকে ওয়াকফে মতলাক বলা হয়।

ওয়াকফে তামের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর ওয়াকফ আছে যেগুলি করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। কেননা এই ওয়াকফ না করিলে অর্থের ব্যতিক্রম হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। এইগুলিকে ওয়াকফে লাযিম (وَقْفِ لَازِمْ) বলে।

যেমন ঃ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ পড়িয়া ওয়াকফ করা। কেননা যদি কেহ এখানে ওয়াকফ না করিয়া তাহার পরের আয়াত اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا কে মিলাইয়া পড়ে, তবে অর্থের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হইয়া যাইবে।

ওয়াকফে কাফী- وَقْفِ كَافِيْ

এমন একটি শব্দের শেষে ওয়াকফ করা, যাহার সাথে পরবর্তী শব্দের অর্থগত সম্পর্ক আছে, কিন্তু শব্দগত কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন ঃ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ পড়িয়া ওয়াক্‌ফ করা এবং خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হইতে শুরু করা।

নোট ঃ ওয়াক্‌ফে তাম এবং ওয়াক্‌ফে কাফী যেখানে করা হয়, সেখানে পিছন হইতে ফিরাইয়া পড়িতে হয় না।

ওয়াক্‌ফে হাছান- وَقْفِ حَسَنْ

এমন একটি শব্দ পড়িয়া ওয়াক্‌ফ করা, যাহার সাথে তার পরবর্তী শব্দের শব্দগত কিছুটা সম্পর্ক রহিয়াছে। আয়াতের মধ্যস্থলে এই ওয়াক্‌ফ করিলে পুনরায় পিছন হইতে পড়ার প্রয়োজন নাই। যেমন ঃ رَزَقْنٰهُمْ শব্দের ওয়াক্‌ফ করিলে আবার দোহরাইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া ওয়াক্‌ফ করিলে আর দোহরাইতে হইবে না।

ওয়াক্‌ফে হাছান অনেক প্রকার। নিম্নে কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

ص ইহা দ্বারা 'ওয়াক্‌ফে মুরাখখাছ' (وَقْفِ مُرَخَّصْ) বুঝায়। শ্বাস রাখা কষ্টকর হইলে এই জায়গায় ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নতুবা ওয়াছল করিয়া পড়িতে হইবে। মিলাইয়া পড়াকে ওয়াছল وصل বলে।

ز ইহা দ্বারা 'ওয়াক্‌ফে মুজাওয়াজ' (وَقْفِ مُجَوَّزْ) বুঝায়।

لا এখানে ওয়াক্‌ফের চেয়ে অছল وصـــــل ভাল। ওয়াক্‌ফ করিলে দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

উপরে বর্ণিত ওয়াক্‌ফের ৬টি চিহ্ন ও ওয়াক্‌ফের নাম নিচে বর্ণনা করা হইল ঃ

ط ঃ ওয়াক্‌ফে মুতলক ঃ ওয়াছল করা ঠিক নয়, ওয়াক্‌ফ করা ভাল।

م ঃ ওয়াক্‌ফে লাযিম, ওয়াক্‌ফ অবশ্যই করিতে হইবে।

ج ঃ ওয়াক্‌ফে কাফী।

ص ঃ মুরাখখাছ শ্বাস রাখা কষ্টকর হইলে ওয়াক্‌ফ করা যায়। এই জায়গায় ওয়াক্‌ফ ও অছল উভয় বুঝায়।

ز ঃ ওয়াক্‌ফ ও অছল উভয়ই জায়েয।

لا ঃ ওয়াক্‌ফ করা ভাল নয়।

وَقْفِ قَبِيْح সম্পর্কে আলোচনা করার পর ওয়াক্‌ফের অন্যান্য চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব।

ওয়াক্‌ফে এখতিয়ারীকে যে চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ ওয়াক্‌ফের নাম وَقْفِ قَبِيْح ওয়াক্‌ফে কবীহ।

ওয়াক্‌ফে কাবীহ- وَقْفِ قَبِيْح

ওয়াক্‌ফে কবীহ অর্থ দুষণীয় ওয়াক্‌ফ, এমন কোন স্থানে ওয়াক্‌ফ করা যাহার সাথে পরবর্তী শব্দের অর্থগত ও শব্দগত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরণের ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নহে।

ওয়াক্‌ফের চিহ্ন

কোরআন শরীফের কোন স্থানে কি ধরণের ওয়াক্‌ফ হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি চিহ্ন ও ওয়াক্‌ফের নাম লিখিতেছি ঃ

ط ঃ وَقْفِ مُطْلَقْ - ওয়াক্‌ফে মতলক

م ঃ وَقْفِ لَازِمْ - ওয়াক্‌ফে লাযিম

ج ঃ وَقْفِ كَافِىْ - ওয়াক্‌ফে কাফী

ওয়াক্‌ফের অন্যান্য চিহ্ন

قِفْ ঃ ইহার দ্বারা বুঝায় وقف কর وصل করিলেও ক্ষতি নাই।

ق - وقف হইতে وصل ভাল

صلى - وصل ভাল, তবে وقف করাও জায়েয আছে।

صلى الله عليه وسلم النبى وقف করা দরকার।

غفران وقف এখানে وقف করা উত্তম।

وقف ঃ এখানে وصل - وقف উভয়ে সমান।

ك ঃ এই চিহ্ন দ্বারা বুঝায় যে, এখানে وقف করার হুকুম ইহার উপরের আয়াতের মত।

ছাকতাহ- سَكْتَةْ

অল্প সময়ের জন্য নিঃশ্বাস না ছাড়িয়া আওয়াজ বন্ধ করার নম ছাকতাহ।

ছাকতার সময় ওয়াক্‌ফের মত নিঃশ্বাস ভঙ্গ করিতে হয় না। কেবল মাত্র আওয়াজ বন্ধ করিতে হয়।

ইহা وصل এর অনেকটা নিকটবর্তী।

কোরআন শরীফের ৪জায়গায় ছাকতাহ্ করিতে হয়।

১। প্রথম স্থান - সূরা কাহাফে عِوَجًا سكته قَيِّمًا

২। দ্বিতীয় স্থান - সূরা ইয়াসিনে مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمٰنُ

৩। তৃতীয় স্থান - সূরা কিয়ামায় وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ

৪। চতুর্থ স্থান - সূরা মুতাফিফিনে كَلَّا بَلْ سكته رَانَ

ছাকতাহ্ আদায়ের পদ্ধতি

সূরা কাহাফের عِوَجًا سكته قَيِّمًا শব্দে যে ছাকতাহ আসিয়াছে, ইহা আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আমার পিতা হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী ছাহেব) তাঁহার লিখিত القول السديد কিতাবে দুইটি অভিমত পেশ করিয়াছেন।

১। عِوَجًا শব্দের আলিফের মদ আদায় করার পর سكته ছাকতাহ করা।

২। عِوَجًا শব্দের تنوين (তানবীন) আদায় করার পর سكته করা।

জনাব ওয়ালিদ ছাহেব মক্কা শরীফ যাইয়া যে ওস্তাদ সাহেবের কাছে কেরাত শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রইছুল কুর্‌রা শেখ আহাম্মদ হিজাযী (রাহমাতুল্লাহী আলাইহি)। তিনি এই سكتة সম্পর্কে প্রথম মত পোষণ করিতেন।

২য় মত পোষণ করিতেন তাহার অন্য একজন ওস্তাদ জনাব মাওলানা ক্বারী আব্দুর রউফ শাহবাজ পুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। অন্য তিনটি ছাকতাহ আদায়ের পদ্ধতিঃ

مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا مَاوَعَدَالرَّحْمٰنُ

এখানে مَرْقَدِنَا শব্দের শেষে যে نَا আছে তাহার মদ আদায় করার পর سكته ছাকতাহ করিতে হইবে।

وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ

এখানে مَنْ শব্দের নুন ছাকিন করার পর سكته করিতে হইবে। এখানে مَنْ শব্দে ছাকতাহ আসায় এদগামে বেলাগুন্নাহ হইবে না।

চতুর্থ ছাকতাহ ঃ كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

এখানে بَلْ শব্দ উচ্চারণ করিয়া سكته ছাকতাহ করিতে হইবে।

তা-এ-মুরবুতাহ ة مربوطه

ة এই রকম গোল তাকে তা-এ-মুরবুতাহ বলা হয়।

এই 'তা' ة ওয়াক্‌ফের হালতে ছাকিন ه হইয়া যায় এবং অছল অবস্থায় ة 'তা' থাকে।

ওয়ালিদ মুহতরম জনাব ফুলতলী ছাহেব তাঁহার লিখিত القول السديد কিতাবে ä তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

কলকলাহ قلقله

কোন কোন ছাকিন হরফকে তাহার মাখরাজ হইতে উচ্চারণের সময় হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এক ধরণের আওয়াজ সৃষ্টি হয়, ইহাকে قلقله (কলকলাহ) বলে। কলকলার হরফ ৫টি।

ق ـ ط ـ ب ـ ج ـ د

পাঁচটি হরফ জমা করিলে قُطْبُ جُدٌّ হয়। এই পাঁচটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ ছাকিন হইলে ইহার মধ্যে قلقله (কলকলাহ) হয়।

কলকলাহ ২প্রকার।

১। قَلْقَلَهْ صُغْرٰى কলকলাহ ছুগরাহ।

২। قَلْقَلَهْ كُبْرٰى কলকলাহ কুবরা।

১। কলকলাহর হরফ যদি ছাকিন অবস্থায় কোন শব্দের মধ্যস্থলে আসে, তবে সেই হরফে قَلْقَلَهْ صُغْرٰى কলকলাহ ছুগরাহ হয়।

মিছাল ঃ يَقْطَعُوْنَ ـ يَطْمَعُوْنَ

২। হরফটি যদি শব্দের শেষে ওয়াক্‌ফের কারণে ছাকিন হয় তবে قَلْقَلَهْ كُبْرٰى (কলকলাহ) কুবরা হয়।

মিছাল ঃ اَمْشَاجْ ـ صِرَاطْ ـ خَلَائِقْ

যে হরফে قلقله করিবেন, তাহার মধ্যে যেন কোন হরকত বা তাশদীদ সৃষ্টি না হয়।

বিবিধ কায়দা

কোরআন শরীফে দুইটি শব্দে ص হরফকে س পড়িতে হয়।

১। সূরা বাকারার ৩২নং রুকুর ২৪৫ আয়াতে يَبْصُطُ

২। সূরা আরাফের ৯নং রুকুর ৬৯ আয়াতে بَصْطَةً

সূরা তুরের مُصَيْطِرُوْنَ শব্দে س - ص উভয়টা পড়া জায়েয আছে।

এমালা

সূরা হুদের চতুর্থ রুকুতে অবস্থিত مَجْرِيْهَا শব্দের ر 'রা' হরফের যের কে যের ও যবরের মধ্যবর্তী করিয়া পড়িতে হইবে। এহাকে এমালা বলে। আরবী যের কে বাংলা 'ি' ও 'ী' কারের মত পড়িতে হয়।

কিন্তু এখানে এমালা হওয়ায় 'ী' কারের পরিবর্তে 'ে' একার পড়িতে হয়।

এখানে مَجْرِيْهَا শব্দের এমালা না হইলে মাজরীরা পড়িতে হইত, কিন্তু এমালা হওয়ায় মাজরেহা পড়িতে হইতেছে।

এমালার অপব্যবহার

নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিত এমালা অনুচিত।

'আলহামদু-লেল্লাহ' পড়ার অভ্যাস থাকিলে ''আলহামদুলিল্লাহ'' পড়ার অভ্যাস করা উচিত। ''মালেকেন্নাছ'' পড়ার অভ্যাস থাকিলে ''মালিকিন্নাছ'' পড়ার অভ্যাস করা উচিত।

কোরআন শরীফে একটি মাত্র জায়গা আছে যেখানে এমালা করিতে পারিবেন।

সূরা হুদ এর চতুর্থ রুকুতে بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖيْهَا

সেজদার আয়াত সমূহের তালিকা

سجود التلاوة

নম্বর	পারা	সূরা
১	৯	اَلْاَعْرَافْ
২	১৩	اَلرَّعْدُ
৩	১৪	النَّحلُ
৪	১৫	بَنِىْ اِسْرَائِيْل
৫	১৬	مَرْيَم
৬	১৭	اَلْحَجَّ
৭	১৯	اَلْفُرْقَانَ

নম্বর	পারা	সূরা
৮	১৯	اَلنَّمْلُ
৯	২১	الم تَنْزِيْل
১০	২৩	صٓ
১১	২৪	حٰمٓ
১২	২৭	اَلنَّجْمُ
১৩	৩০	اَلْاِنْشِقَاقْ
১৪	৩০	اَلْعَلَقُ

হাফিজ ও ক্বারী ছাহাবায়ে কেরামের নাম

ছাহাবাগণের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। দশ হাজার ছাহাবা কোরআন শরীফ হিফজ করিয়াছিলেন। অনেক ছাহাবী সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের হিফজ ও কেরাত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনাইয়া ছিলেন। ছাহাবাগণের মধ্য হইতে যে সাত জনের কেরাতের সনদ বিশেষ মর্যাদা ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

৩। হযরত উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫। হযরত যায়েদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

৬। হযরত আবু মুছা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু

৭। হযরত আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমার ওয়ালিদ মোহতারাম জনাব ফুলতলী ছাহেবের সনদ নিম্নলিখিত ছাহাবায়ে কেরামগণ পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। ১। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৪। হযরত উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫। হযরত যায়েদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহু।

উম্মাহাতুল মু'মিনিনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনজন ছিলেন কোরআন শরীফের হাফিজ, ক্বারী ও মুফাছছির।

১। উম্মুল মুমিনীন আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

২। উম্মুল মুমিনীন উম্মে ছালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

৩। উম্মুল মুমিনীন হাফছা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

জানা ভাল

১। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম অর্থাৎ اللّٰـهُ শব্দ ২৫৮৪ বার আসিয়াছে।

২। অনেক সূরার একাধিক নাম রহিয়াছে। সূরা ফাতেহার নামের সংখ্যা সবচাইতে বেশী।

৩। কোরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা بـقـرـة এবং সবচেয়ে ছোট সূরা كوثر।

৪। কোরআন শরীফের যে পাঁচটি সূরার শুরুতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে তা হল-

مزَمّل ـ تحريم ـ طلاق ـ احزاب ـ مدّثرّ

৫। নিম্নলিখিত আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম কোরআন শরীফে আছে।

১ آدم	৯ لوط	১৭ ايُوب
২ نوح	১০ هود	১৮ ذوالكفل
৩ ادريس	১১ صالح	১৯ يونس
৪ ابراهيم	১২ شعيب	২০ الياس
৫ اسمٰعيل	১৩ موسٰى	২১ اليسع
৬ اسحٰق	১৪ هارون	২২ زكريا
৭ يعقوب	১৫ دأود	২৩ يحيٰ
৮ يوسف	১৬ سليمان	২৪ عيسٰى

৬। নিম্নলিখিত ফেরেস্তাগণের নাম কোরআন শরীফে আছে।

ماروت ـ هاروت ـ میکائیل ـ جبرائیل ـ ملک الموت ـ

اللّٰهم صلّ علی سیّدنا محمدوّعلٰی اٰل سیّدنا محمد
عدد ماجری به القلم فی امّ الکتب عندک ـ

ختم شد

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن

সমাপ্ত।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

* মুস্তাখাবুছ ছিয়র ১ম খন্ড (উর্দু)
* মুস্তাখাবুছ ছিয়র ২ম খন্ড (উর্দু)
* মুস্তাখাবুছ ছিয়র ৩ম খন্ড (উর্দু)
* আনোয়ারুছ ছালিকিন (উর্দ)
* শাজারায়ে তায়্যিবা (উর্দু)
* নালায়ে কলন্দর (উর্দু)
* আল কাউলুছ ছাদীদ (উর্দু)
* হিজবুল বাহার (অজিফা)
* বালাই হাওরের কান্না
* আদর্শ গল্প সংকলন
* চল মুসাফির পাক মদিনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়
* সাধারণ কবিতা
* কদুর উপকারিতা
* যাকাত প্রসংগে
* দ্বিয়াউন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
* গাজওয়ায়ে তাবুক
* হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) [জীবনী]
* আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবিদীন (রঃ) [জীবনী]
* ইমাম বুখারী (রঃ) [জীবনী]
* আনওয়ারুছ ছালিকিন (বঙ্গানুবাদ)
* মুস্তাখাবুছ ছিয়র আংশিক অনুবাদ
* আল কাউলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ)
* প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (বাংলা)
* প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজী)

ফুলতলী পাবলিকেশন